॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

(কথ্যভাষার ব্যবহারগত এই জেলার সমীক্ষা)

১৯৪৭ সালের পর মালদহ জেলায় অবস্থিত মোট থানার সংখ্যা দশটি। জেলায় প্রচলিত কথ্যভাষার ব্যবহারগত রূপ ও রীতি আলোচনা করার পূর্বে দশটি থানার ভৌগোলিক অবস্থানগুলি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। পাশাপাশি দুইটি থানায় একই ধর্মের সহাবস্থিতি না থাকায় এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের বসবাস করার ফলে ভাষার ব্যবহার প্রয়োগক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এবং সহজ সংমিশ্রণ এসে দেখা দিয়েছে স্বভাব সংগত কারণেই। ভাষার রূপান্তরের কারণ হিসাবে পাশাপাশি থানাগুলিতে বিভিন্ন ধর্মের এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের এই সহাবস্থান একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সন্দেহ নাই।

মালদহ জেলার বিভিন্ন থানার ভৌগোলিক অবস্থান ঃ-

ইংরেজ বাজার থানার উত্তরে রতুয়া ও ওল্ড মালদহ, পূর্বে মালদহ ও ভোলাহাট (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত)। দক্ষিণে কালিয়াচক এবং শিবগঞ্জ (বাংলাদেশের অন্তর্গত) থানা এবং পশ্চিমে মানিকচক ও কালিয়াচক থানা।

মালদহ থানার উত্তরে গাজোল থানা, পূর্বে হবিবপুর থানা, দক্ষিণে ইংরেজবাজার ও ভোলাহাট থানা এবং উত্তর পশ্চিমে রতুয়া ও পশ্চিমে ইংরেজবাজার থানা।
গাজোলের উত্তরে দিনাজপুর জেলা, পূর্বে বামনগোলা, পশ্চিমে রতুয়া এবং দক্ষিণে ওল্ড মালদহ ও হবিবপুর থানা। হরিশ্চন্দ্রপুরের পূর্বে খরবা, পশ্চিমে পূর্ণিয়া, উত্তরেও পূর্ণিয়া (বিহার প্রদেশের অন্তর্গত) এবং দক্ষিণে রতুয়া থানা।
বামনগোলা থানার উত্তরে দিনাজপুর জেলা ও উত্তর পশ্চিমে গাজোল থানা, দক্ষিণে হবিবপুর থানা, পূর্বে এ বাংলাদেশ এবং পশ্চিমে গাজোল থানা।
খরবা থানার পূর্বে পশ্চিম দিনাজপুর, পশ্চিমে হরিশ্চন্দ্রপুর, উত্তরে পূর্ণিয়া এবং দক্ষিণে রতুয়া থানা। রতুয়ার পূর্বে গাজোল ও ওল্ড মালদহ, পশ্চিমে মানিকচক, উত্তরে খরবা ও হরিশ্চন্দ্রপুর এবং দক্ষিণে ইংরেজ বাজার ও মানিকচক থানা।
মানিকচকের উত্তরে গঙ্গানদী ও রতুয়া থানা, পূর্বে রতুয়া ও ইংরেজবাজার, পশ্চিমে গঙ্গানদী এবং দক্ষিণে কালিয়াচক থানা।

কালিয়াচকের উত্তরে ইংরেজবাজার ও মানিকচক থানা, দক্ষিণে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত শিবগঞ্জ থানা, পূর্বে ইংরেজবাজার ও বাংলাদেশ এবং পশ্চিমে গঙ্গানদী ।
হবিবপুরের উত্তরে বামনগোলা থানা ও গাজোল থানা, দক্ষিণে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত গোমস্তাপুর থানা পূর্বে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমে মালদহ ও অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ভোলাহাট থানা ।

মালদহ জেলার বিভিন্ন থানায় বিভিন্ন কথ্যভাষার একটি স্বতন্ত্র ভাষাভিত্তিক এলাকা (Linguistic Pocket) আছে । এই সমস্ত এলাকাগুলি ভাষার বৈচিত্র্যে, শব্দরূপমাধুরিতে, রূপতত্ত্বে এবং ব্যবহারগত প্রয়োগবৈশিষ্ট্যে অন্যান্য এলাকাগুলি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল । বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকগুলির প্রকৃতি যেমন স্বতন্ত্র তেমনি ভাষা বলবার ভঙ্গী, উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ সুরও স্বতন্ত্র । এই স্বাতন্ত্র্য এবং ভাষা ব্যবহারের বৈপরীত্যই এর একটি এলাকা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত ।
আলোচনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন থানায় ভিন্ন ভিন্ন যে ভাষার ব্যবহারগত প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় সেগুলি আলোচনা করা হচ্ছে ।

(১) ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত পুরাটুলী এলাকায় পুরা সম্প্রদায়ের ভাষা । পুন্ড্রক্ষত্রিয়রা নিজেদের পুরা বলে পরিচয় দেয় । পুন্ড্র ক্ষত্রিয়দের কিছু বসতি আইহোতেও আছে ।

(২) ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত কুতুবপুর এবং বর্ধা থানার অন্তর্গত কলিগ্রাম এলাকার কংসবণিক সম্প্রদায়ের ভাষা । পিতল কাঁসার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে বলে এদের কাঁসারী বলা হয় । কাঁসারীদের একটি স্বতন্ত্র নিজেদের মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা আছে যা অন্য কোন এলাকার ভাষাভাষী লোকেদের ভাষার সঙ্গে মিলবে না । কংস বণিকেরা অবিভক্ত বাংলায় মালদহে কুতুবপুর এলাকায় বসবাস করত । এদের আদি নিবাস ছিল সপ্তগ্রামে । বর্গীহাঙ্গামার সময় এরা সপ্তগ্রাম ছেড়ে সাদুল্লাপুরে বসবাস করতে থাকে । সাদুল্লাপুরে এরা পিতলের ঘটি তৈরী করত । এই ঘটি সাদুল্লাপুরী ঘটি নামে খ্যাত । পূর্বে ইংরেজবাজারে নীলকুঠি ছিল । ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে, মালদহ শহরের আকর্ষণ যত বাড়তে থাকে ততই এরা সাদুল্লাপুর ছেড়ে ইংরেজ বাজারে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে । এদের একটি শাখা বর্ধা থানার কলিগ্রামে চলে যায় ।

বন্দিগ্রামেও কংসবণিক সম্প্রদায়ের লোকদের বসতি আছে ।

কংসবণিক সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা – দুর্গা, কালী, কার্তিক এবং শিব । এছাড়া বিশ্বকর্মা পূজাও এরা করে থাকে । কালীপূজার পরদিন প্রতিপদতিথিতে এই পূজা হয় । এরা দুর্গা এবং কালীপূজাতেই বেশী ধুমধাম করে থাকে । এরা শাক্ত উপাসক । কংসবণিক সম্প্রদায়ের একটি নিজস্ব পূজা হল কালীপূজা । কালীপূজার প্রতিপদের দিন দিনের বেলা সমস্ত বাণিজ্যের খাতা নিয়ে পূজা হয় । প্রত্যেকের বাড়ীতে এই পূজা হয়ে থাকে । কংসবণিকদের মধ্যে মূলতঃ ৪টি ভাগ আছে । (১) মাইতি, (২) সামন্তরী, (৩) দত্তরা (৪) সপ্তগ্রামী । সপ্তগ্রামী বণিক সম্প্রদায় সকলের শ্রেষ্ঠ । বিবাহে অন্যরা সম্প্রদায়ের সঙ্গে সপ্তগ্রাম সম্প্রদায়ের কোন রকম আদানপ্রদান হয় না । পূর্বে মেয়ের শিশুকালে বিবাহে যৌতুক দিতে হত । এখন অবশ্য এই নিয়ম প্রচলিত নয় ।

(৩) ওল্ড মালদহ থানায় আগরওয়ালা সম্প্রদায়ের ভাষা –

আগরওয়ালা সম্প্রদায়ের লোকেরা জাত ব্যবসায়ী । কয়েক শত বছর পূর্বে এরা এখানকার বাসিন্দা । মূলতঃ ব্যবসায়ের কারণেই এদের এখানে বসতি হয়েছে । সেকালে নদীপথেই ব্যবসা বাণিজ্য চলত । কালিন্দী এবং মহানন্দার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ওল্ড মালদহ নিজের ভৌগোলিক কারণেই ব্যবসায় সমৃদ্ধস্থানে পরিণত হয় । বর্গী হাঙ্গামারও পূর্বে আগরওয়ালা সম্প্রদায়ের বসতি ওল্ড মালদায় ছিল । এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে নিম্নের উদ্ধৃতিটি স্মরণ করা যেতে পারে ।

"In old Malda, the middle classes consist almost entirely of money-lenders, traders and homeopathic doctors. The Agarwallas are the most influencedclass and the trade consists chiefly in Paddy and broking".১ *২

(৪) হবিবপুর, বামনগোলা এবং গাজোল থানায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভাষা । এ জেলায় একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে মানিকচক এবং কালিয়াচক থানায় কোন – সাঁওতালদের বসতি নেই । অ-মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে এ জেলায় সাঁওতাল

---

* ১. Mitra. A,/ Census 1951/ West Bengal / District Handbooks Malda / Published by the Manager of Publications, Delhi / Printed by Govt. of India Press, Cal / 1954 / (Page XIV) /.

[illegible] ।[1] (Cf. " of the agricultural classes, the most numerous among non-Mahammadans are the Santals. They are divided into four seats - the Christians, the Satyam Sibam, the Kheroars and the Santals Proper who retain all the aboriginal Customs". ২

(৫) কালিয়াচক, মানিকচক এবং রতুয়া ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাষা । কালিয়াচক থানার মত মুসলমান সম্প্রদায়ের এত ঘনবসতি এ জেলার আর অন্য কোথাও দেখা যায় না ।

(৬) হবিবপুর এবং বামনগোলা থানার রাজবংশী ও পোলিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা । গাজোল, হরিশ্চন্দ্রপুর থানা, রতুয়া এবং কালিয়াচকের চরিঅনন্তপুর গ্রামে এবং ব্যাপক ভাবে হবিবপুর এবং বামনগোলা থানায় রাজবংশী ও পোলিয়া সম্প্রদায়ের বসতি লক্ষ্য করা যায় । পোলিয়া সম্প্রদায়ের ভাষাভাষী লোকেরা নিজেদের মাতৃভাষা বজায় রেখেছেন । এ অঞ্চলের পোলিয়াদের ভাষা উত্তরবঙ্গের পোলিয়াদের মতই ।
(cf. Amongst the People of Polia affinities the dialects is that of North Bengal. The Schools largely retained their own language but are gradually acquiring Bengali". ৩

এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে মানিকচক থানায় কোন রাজবংশী নেই ।

(৭) [illegible] , বাকীটোলা, ধাতুরিতোলা, মানিকচক রতুয়া, ধরমপুর চৌকি, মানিকপুর, প্রভৃতি এলাকায় মৈথিল সম্প্রদায়ের ভাষা । এরা এদেশের স্থানীয় বাসিন্দা নয় । কারণ অধ্যাপকের অনুসন্ধানে জানা গেছে যে এদের পূর্ব পুরুষ দারভাঙ্গা জেলার অধিবাসী ছিল ।(Cf. In the West of the district there is a large community of Maithili Brahmans, who reside mainly along the Kalindri river, chiefly in Ratna thana. They are said to have been originally settled from Darbhanga district." ৪

Mitra.A / Census 1951 / West Bengal / District Handbooks Malda / Published by the Manager of Publications Delhi / Printed by Govt. of India Press, Cal / 1954 / (Page XX)

Mitra. A / Census 1951 / West Bengal / District Handbooks Malda / ৩Published by the Manager of Publications, Delhi / Printed by Govt. of India Press, Cal / 1954 / (Page XVII)

(৮) ভুতনী, মানিকচক, পঞ্চাননপুর, প্রভৃতি এবং কালিয়াচক এলাকার চাঁই সম্প্রদায়ের ভাষা।

(৯) বন্দুরকুন্ডা, খানিরপুর, মথুরাপুর, রতুয়া দাদুয়াড়া, নসিপুর প্রভৃতি এলাকার রাজপুত সম্প্রদায়ের ভাষা।

(১০) ইংরেজবাজার থানার কাটুলী এলাকার পাথরা সম্প্রদায়ের ভাষা

অমৃতি, মিল্কী এবং নঘরিয়া অঞ্চলে যে সব মৈথিলীদের বসতি আছে তারাও এদেশের "স্থায়ী বাসিন্দা নন এবং অন্য প্রদেশ থেকে আগত।

"In the reign of Aridanga, Milki, Nagharia, Atgama, Amriti and Mirdadpur there are settlements of domiciled Maithili Brahmans who speak Maithili. The character in common use and taught in the Schools is Bengali. Kaithi is also common." ৫

মালদহ জেলায় পুন্ড্রক্ষত্রিয়, মাহলো, মাহালো, মাল্লিয়া কৈবর্ত, গন্ধবণিক যোগী নাথ, কামার কুমার ছুতার স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, শঙ্খবণিক, মৈথিল, রাজপুত, রাজবংশী কোচ, পোলিয়া, মুন্ডা, সাঁওতাল, বাগদি, কোলি, দেশোয়ালি বাগদী, পাখুরা প্রভৃতি

---

৪. Mitra. A / Census 1951 / West Bengal / District Handbooks Malda / Published by the Manager of Publications, Delhi / Printed by Govt. of India Press, Cal / 1954 / (Page XX).

৫. Mitra. A / Census 1951 / West Bengal / District Handbooks Malda / Published by the Manager of Publications, Delhi / Printed by the Govt. of India Press, Cal / 1954 / (Page XVII).

প্রকারের মুসলমান, মালপাহাড়ী,পাহাড়িয়া রায় খাটোয়াল, বাগদী, বিন্দ তাঁতী, ওঁরাও, মুণ্ডা, ভিল,তাজপুরী, মালাকার, শঙ্খকার, ধুঁড়ি, লো, কৈবর্ত্ত ডোম, চণ্ডাল, বারুজীবি মাহিষ্য, চাপোট বাঙালী গোয়ালা, মজকুরী গোয়ালা, সদ্গোপ, কাহার গোষাম প্রভৃতি বর্ণভুক্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত বিভিন্ন কথ্য ভাষায় পরিচয় পাওয়া যায়। এই বৈচিত্র্যময়ী ভাষার ব্যবহার শুধু উত্তরবঙ্গে কেন সারা পশ্চিমবঙ্গে খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। তাই অন্যান্য জেলা অপেক্ষা মালদা উপভাষার গৌরবে গৌরবান্বিত। এক কথায় মালদহ জেলাকে বহুভাষাভাষী জেলা (Multi-Lingual District) বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

ভাষাভিত্তিক এলাকা হিসাবে হরিশ্চন্দ্রপুর থানাটী কলিগ্রাম একটি চিহ্নিত স্থানের দাবী করতে পারে। এ সব অঞ্চলের ভাষা ব্যবহারের মধ্যে কিছু কিছু হিন্দী শব্দ এসে পড়েছে। কারণ পূর্বেই প্রাগুক্ত। হরিশ্চন্দ্রপুর বিহারের প্রত্যন্ত সীমা। সুতরাং পারস্পরিক আদানপ্রদানে নিজেদের শব্দ যেমন অপরকে গ্রহণ করতে বাধ্য করে তেমনি অপরের শব্দও অজান্তেই নিজেরা ব্যবহারিক প্রয়োজনে গ্রহণ করে নেয়।

মালদহ জেলার কথ্যভাষার মূল ও রীতির বৈচিত্র্য আলোচনা করার পূর্বে এ জেলার জনসাধারণের প্রাচীন ইতিহাস একটু জেনে রাখতে হবে। ১৮৭২ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত মালদহের উপর দিয়ে ভয়াবহ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা যায় এবং তারফলে লোকসংখ্যার হ্রাস ঘটতে থাকে। ((cf. Between 1872 and 1881 malarial fever Prevailed in several Police Stations and brought about decreases in the Population). ৬

।৬ কিন্তু তারপরই তার বিপরীত চিত্র দেখতে পাই। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে গাজোল এবং পুরাতন মালদহে সাঁওতালদের আগমনে, কালিয়াচক মানিকচক এবং রতুয়া থানায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা, সামশেরগঞ্জ এবং সুতি থানা থেকে শেরশাহ বাদিয়াদের আগমনে, মালদহে মূলত সাঁওতাল, শেরশাহ বাদিয়াদের আগমনে। মালদহে মূলত সাঁওতাল, শেরশাহবাদিয়া, মুসলমান এবং বিহারীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সবচেয়ে বেশী। মালদহের প্রত্যন্ত সীমায় বিহার, সাঁওতাল পরগণা

৬. Mitra. A / Census 1951 / West Bengal / District Handbooks, Malda / Published by the Manager of Publications, Delhi / Printed by Govt. of India Press, Cal / 1954 / (Page XIII).

এবং মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থিতিই ইহার মূল কারণ। সাঁওতালরা বরিন্দ এলাকা বিশেষ করে বামনগোলা এবং হবিবপুর অঞ্চলের পতিত জমিগুলিতে বসতিস্থাপন করতে শুরু করে। দিয়ারা অঞ্চলে বসতিস্থাপন করতে শুরু করে সেরশাহবাদিয়ারা এবং বিহারীরা হরিশ্চন্দ্রপুর, রতুয়া এবং মানিকচক থানায় ঘর বাঁধতে শুরু করে। মহানন্দার উত্তর এবং পূর্বদিকের গ্রামগুলিতে সাঁওতালদের বসতি খুব বেশীভাবে লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৭ সালের পর বামনগোলা, হবিবপুর এবং ইংরেজবাজার থানায় পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের বিপুল সমাবেশ ঘটতে শুরু করে। অনুরূপ, রেলপথবর্তী প্রতিপালকরা কালিয়াচক, ইংরেজবাজার, সুজাপুর, শিমুলবাড়ী, মানিকচক, রতুয়া, চাঁচোল, কলিগ্রাম এবং হরিশ্চন্দ্রপুর, খাইরো এবং মহদিপুর এলাকায় নিজেদের ঘর বাঁধতে শুরু করে। মালদহ জেলার উত্তর পূর্ব অঞ্চলে রাজবংশী সম্প্রদায়ের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দিয়ারা অঞ্চলে বিহারী জাতিদের বসতি আছে।

মালদহ জেলার বিভিন্ন থানায় এবং বিভিন্ন গ্রামে যে বিভিন্ন কথ্যভাষারূপের (Types of different spoken languages) নিদর্শন মেলে তার ঐতিহাসিক কারণ হিসেবে এ জেলায় আগত বিভিন্ন ধর্মের এবং বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুপ্রবেশ একটি তাৎপর্য পূর্ণ ব্যাপার। বাইরে থেকে এসে এরা যতদূর সম্ভব নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছে। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলামেশা এবং ভাবের আদানপ্রদান ও সহ-অবস্থান করতে করতে অন্যের ভাষাকে কিছু কিছু নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে গ্রহণ এবং কিছু কিছু স্বার্থের প্রয়োজনে ত্যাগ যে করে নি একথা বলা যায় না। এলাকাভিত্তিক গ্রামগুলিতে তাই একই সঙ্গে বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। মালদহ জেলার জনসংখ্যাকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায় — (১) হিন্দু সম্প্রদায় (২) মুসলমান সম্প্রদায়। এ জেলার উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিমে হিন্দুদের প্রাধান্য খুব বেশীভাবে পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণদিকে বিশেষ করে কালিয়াচক থানায় ব্যাপকভাবে মুসলমানদের ঘনবসতি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। মুসলমানদের ভাষায় আরবী এবং ফারসী মিশ্রিত বাংলার ভাষার নিদর্শন মেলে। মালদার দিয়ারা অঞ্চলে যে ভাষার নমুনা মেলে তা ঠিক পুরোপুরি হিন্দী অথবা পুরোপুরি বাংলা ভাষার প্রকৃতির অনুরূপ নয়। বরং এ সব অঞ্চলের লোকদের ব্যবহৃত কথ্যভাষায় শব্দভাণ্ডারের তালিকায় প্রমাণিত হয় যে এই অঞ্চলের ভাষা হিন্দী এবং বাংলার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা — মালদা জেলায় যা খোট্টাভাষা বলে পরিচিত।

মানিকচক, কুমুরা, মথুরাপুর, মানিকপুর, বাহাদা, খয়বি, শকাবনপুর, মিস্ত্রীপুর, চৌকি, বড়েরকুয়া, বাহাদুর, ফুলবাড়ির, রশিদপুর, নারুগাছা, শিয়ালবাড়ী নাজিরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে খোট্টাভাষাভাষী লোকের বহুল বসতি দেখা যায়। বামনগোলা হবিবপুর এবং গাজোলের কিছু অংশে আবার রাজবংশী, কোচ এবং পোলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বসবাস আছে। কালিয়াচক থানায় কোচ সম্প্রদায়ের লোকের বসতি খুব কম। তবে পূর্বাঞ্চল এলাকায় রাজবংশীদের কিছু বসতি আছে। ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে খোট্টাভাষার সঙ্গে রাজবংশী ও কোচ সম্প্রদায়ের ভাষার লক্ষণীয় সাদৃশ্য আছে। মালদহ জেলার পশ্চিমপ্রান্তে এবং উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত গ্রামগুলিতে খোট্টাভাষার প্রচলন আছে। এদের অধিবাসীদের প্রাক বসতি ছিল বাংলার প্রান্তস্থিত বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। ফলে এদের কথ্যভাষায় হিন্দী এবং বাংলার সহজ সংমিশ্রণ ঘটেছে।

পোলিয়াদের সঙ্গে রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাষার সাদৃশ্য খুবই বেশী। এদের আচার আচরণ, পোষাক পরিচ্ছদ এবং পূজা পার্বণও প্রায় একই রকমের। তবুও রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের পোলিয়াদের সমগোত্রীয় বলে স্বীকার করে না। উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের বসতি পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহারে সবচেয়ে বেশী।

কোচ পোলিয়া এবং রাজবংশীদের উদ্ভব উত্তরবঙ্গেই। "বাংলাদেশের জনপ্রবাহগুলিতে যে মোঙ্গলীয় শাখা সর্বাপেক্ষা বেশি স্বাক্ষর রাখিয়াছে তাহাদের বলা হয় — কাছেরিয়ান। ....বাংলার কোচ ও রাজবংশীদের চেহারাগঠনে কাছেরিয়ানদের সঙ্গে সমগোত্রীয়তা সুস্পষ্ট।"[7] ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে কোচদের শাখা ব্যবসার কারণে এবং সমৃদ্ধ জীবন যাপনের আশায় পোঁড়ে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে এবং কালক্রমে এদের বংশধরগণই বিভিন্ন থানায় গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে বসবাস করতে শুরু করে।

"বক্তিয়ার খিলজী যখন বাঙলা থেকে আসাম জয়ের অভিযান করেন তখন লখনৌতি ও তিব্বতের মধ্যে বাস করত কোচ, মেচ ও টিহারু জাতি-যাদের ঐতিহাসিক মীনহাজ বলেছেন, কোচ, মিচে ও তেহারু, এরা মূলত মঙ্গোলিয়ান। রামায়ণ — মহাভারতেও এদের 'কিরাত' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এদেরই এক সম্প্রদায়, কিংবা কোচ,

---

৭। রায় নীহাররঞ্জন / বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) / লেখক সমবায় সমিতি / মাঘ ১৩৫৬ / ঐ জ্যোৎস্না সিংহ রায়। পৃ ১৮।

কুচবিহারকে কেন্দ্র করে কোচ রাজত্ব স্থাপন করেন ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে ৮

রাজবংশী সম্প্রদায়ের মুখ্য উপজীবিকা কৃষিকার্য । কৃষিকাজে এরা দক্ষ ও পটু । এদের প্রকৃতি নম্র তবে কিছুটা ভীরু । নারীদের মধ্যে লজ্জা খুব বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয় । পোলিয়াদের সকলেই নিজেদের মধ্যে স্বতন্ত্র গোষ্ঠীভুক্ত ভাষা ব্যবহার করে । উত্তরবঙ্গের সমস্ত অঞ্চলের পোলিয়াদের মধ্যেই ভাষার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়ে থাকে তবে আজকাল কিছু কিছু বাংলাভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেছে এদের ব্যবহৃত কথ্যভাষার মধ্যে ।

রাজবংশীদের পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না । তবে এদের নাক, চোখ এবং উন্নত গ্রীবা দেখে মনে হয় এরা মঙ্গোলিয়া সম্প্রদায়ের বংশধর । তারা নিজেদের কুচবিহারের পরিবারের বংশধর বলে দাবী করে ।

"They claim to be descended from the same origin as the cooch Behar family, whether that is true or not their appearance and features - the high cheek bone - broad nose and slightly slanting eye - are strongly suggestive of Mongolian origin, and not Dravidian, as has been suggested. " ৯

পোলিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে মূলত দুটি ভাগ আছে একটিকে বলা হয় বাবু পোলিয়া, আর একটিকে বলা হয় সাধু পোলিয়া । বাবু পোলিয়াদের সঙ্গে রাজবংশীদের আচার ও ব্যবহার, রীতি নীতিতে খুবই সাদৃশ্য আছে । সাধু পোলিয়াদের অধিকাংশই ভক্তি অনুরাগী এবং শাক সব্জী প্রভৃতি খেয়ে থাকে ।

দেশীয়রা নিজেদের গৌড়ের দেশী সম্প্রদায়ভুক্ত বলে দাবী করে । বাংলার রাজধানী গৌড় দেশ থেকে স্থানান্তরিত হবার পর এই দেশী সম্প্রদায়ের লোকেরা

---

৮. চট্টোপাধ্যায় শৈলেন্দ্রমোহন / বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা / ঐ মহেন্দ্রনাথ দত্ত / এপ্রিল ১৯৭৪ পৃঃ ১৮৭

৯. Mitra. A / Census 1951 / West Bengal / District Handbooks Malda / Published by the Manager of Publications, Delhi / Printed by Govt. of India Press, Cal / 1954 / (Page XXII).

আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে ।

কালক্রমে এরাই গৌড়ের অধিবাসীরা বলে পরিচয় দিতে থাকে । এ প্রসঙ্গে নিম্নের উদ্ধৃতিটি স্মরণ করা যেতে পারে ।

" The deshis call themselves gaur Deshis. It is not unlikely that after the abandonment of the Capital of Gaur they settled in the surrounding country and continued to call themselves inhabitants of Gaur." [১০]

রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা জেলে রাজবংশী তারা হালচাষ বিশেষ করে অধিকাংশ চাষাবাদ করেই জীবিকা নির্বাহ করে । জেলে সম্প্রদায়ভুক্ত রাজবংশীরা মাছ ধরে মাছ বিক্রী করে এবং হাটে বাজারে মাছ সরবরাহ করে থাকে । এরা বিভিন্ন - ধরনের অতি সুন্দর কারুকার্য পূর্ণ সুতার জাল তৈরী করতে পারে ।

মঙ্গোলিয়া বংশোদ্ভূত সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোচরা সবচেয়ে পশ্চাদপদ শ্রেণী । এ বিষয়ে নিম্নের উদ্ধৃতি স্মরণ করছি । (" The Koches may be described as the most backward of all the castes which are of Mongolian origin." [১১]

"কোচ জাতিকে কেহ মোঙ্গলীয়, কেহ দ্রাবিড় জাতির অন্তর্গত মনে করেন । ইহারা প্রথমে বাংলার অনুপম প্রদেশে বাস করিত ; আর্যদের আগমনে ঐ প্রদেশ ত্যাগ করিয়া বাংলার উত্তর পূর্ব প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেখানে মোঙ্গল জাতি বিশেষের সঙ্গে ইহাদের সংস্রব হওয়ায়, ইহাদের আকৃতির কিঞ্চিৎ বৈষম্য ঘটিয়াছে । যোগিনী তন্ত্রের মতে ইহাদের নাম কুবাচ । ইহারা উত্তর পূর্বদিক হইতে বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে ।" [১২]

হবিবপুর থানায় মোট এগারটি অঞ্চল । যথা (১) শ্রীরামপুর, (২) ঋষিপুর ,(৩) আইহো, (৪) বুল বুলচণ্ডী (৫) ধুমপুর ,(৬) কানতুর্কা ,(৭) জাজৈল, (৮) মাকটৈল, (৯) মোঁচাবাবর ,(১০) বৈদ্যপুর,(১১) হবিবপুর, এই এগারটি থানার মধ্যে ধুমপুর,কানতুর্কা

১০. Mitra. A / Census 1951 / West Bengal / District Handbooks Malda / Published by the Manager of Publications, Delhi / Printed b Govt. of India Press, Cal / 1954 / (Page XXIII).

১১. - do - (Page XXIII).

১২. চক্রবর্তী রজনীকান্ত / গৌড়ের ইতিহাস / দ্বিতীয় খণ্ড / চতুর্থ অধ্যায় পৃষ্ঠা ১১৫

হাঁটেল, খাকটেল, ধোঁচাবাদর, বৈদ্যপুর এবং হরিবপুর অঞ্চলে রাজবংশী সম্প্রদায়ের বসতি আছে। এদের মধ্যে কানর্তুকা, হাঁটেল, এবং বৈদ্যপুর, অঞ্চলকে রাজবংশীদের পূর্ণ বলা যায়। কানর্তুকা এবং হাঁটেল অঞ্চলে বেশীর ভাগ লোকই রাজবংশী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য অঞ্চলে রাজবংশী ব্যতীত অপরাপর সম্প্রদায়ের বসতি লক্ষ্য করা গেলেও তুলনামূলকভাবে রাজবংশীদের প্রাধান্যই বেশী। কেশপুরের দক্ষিণদিকে নবীপুর গ্রামেও রাজবংশী আছে।

হরিবপুর থানার অন্তর্গত চাটরা, বোদরা, খাইরো ডাঙ্গা, কিরোল, বোচপুর, শিবটেল, রাহাখাবাদ, মুরশিদবাটী, বাঙ্গাপাড়া, নন্দপুরা, কাজিয়াডাঙ্গা গড়েল এবং কানর্তুকা অঞ্চলে এবং মুন্সীবাদর, জেত্রা, কাদিপুর গোপালপুর, নবীপুর, মুরারিপুর দেওয়ানপুর, ডুমটেল, বাজাপুকুর, হটেন, আজিজপুর শিংরা, মুকসীবাদর, মোবারাবাদর গোবলা, গাজিরা বাদর, বরাই এবং দাশুরা গ্রামে রাজবংশীদের বসতি আছে।

মালদহের বিভিন্ন ভাষার বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি কথা খুব জোরের সঙ্গে বলা যায় যে এখানকার ভাষার ভিত্তি গঠিত হয়েছে ধর্ম হিসেবে নয়, ভাষার ভিত্তি গঠিত হয়েছে জাতি হিসেবে। ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুসারে মালদহ জেলার মোট লোকসংখ্যা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের তালিকা এবং মোট জনসংখ্যার তুলনায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের অনুপাত নিচে দেওয়া হল।

ধর্ম	জনসংখ্যা	জনসংখ্যার অনুপাত
হিন্দু	৫৮৯,৮৯৬	৬২'৯২
শিখ	৫৬	'০১
জৈন	৫০	০'০০
বৌদ্ধ	৭	০'০০
মুসলমান	৩৪৬.৬৪৯	৩৬'৯৭
খ্রীষ্টান	৮৩০	০'০৯
উপজাতীয়	৮৭	০'০১
অন্য ধর্মাবলম্বী	৫	০.০০

মালদহ জেলায় তপসীল জাতি ও উপজাতিদের বিভিন্ন ভেদ দেখা যায় :-

বাগদী –	২,৮৮১	কাওরা –	৬,৬৬৯
ভূঁইয়া –	৪,৯৪০	মাল –	৪,৩৮৫
বিন্দ –	১১,৬২৯	মুচি –	৬,২৯২
চামার –	৫,৪৪৯	মুসাহার –	৫,৪৪২
ধোবা –	৩,১৪৪	নমশূদ্র –	৪,৪৯৭
দোসাদ –	২,৫৭০	পলিয়া –	৩,৯৯৯
হাড়ী –	৫,৫১২	পোদ –	২,৭৬১
ভাণ্ডিয়া –	৪,২৭৯	রাজবংশী –	২০,৩৯৪
কৈবর্ত		তিয়র –	২০,০৬৩
ঝালো মালো – অথবা মালো	২,৯৮১	তুরী –	৪,৩২৭

তপসীল উপজাতি

ওরাঁও –	–	৭,৫০০
সাঁওতাল –	–	৭২,৮০০

নিম্ন তপসীল বর্ণিত জাতির বসতি মালদহ জেলায় প্রায় সব থানাতেই কিছু না কিছু আছে। মানিকচক থানায় ভুতনী দক্ষিণ চাঁই মণ্ডল, খাগরমণ্ডল, বিন্দ, হাজার দোসাদ প্রভৃতি জাতিদের বসতি আছে। এদের কথ্যভাষা বাংলা ভাষা নয় বরং বলা যায় বাংলা এবং বিহারীদের ভাষার মধ্যে মিশ্রিত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা, (খোট্টাভাষা) যা পশ্চিমবঙ্গের আর কোন জেলায় খোঁজ করে পাওয়া যায় না।

রতুয়া, কালিয়াচক এবং মানিকচক থানায় যে সমস্ত মুসলমানদের দেখা যায় এদের মধ্যে কিছু শেরশাহবাদিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান আছে। এই শেরশাহবাদিয়াদের মূল উৎস সম্বন্ধে মালদহের গেজেটিয়ার্স অফিসারের যে বর্ণনা Malda District Handbooks/এ লিপিবদ্ধ আছে তা বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ বলে উদ্ধৃত করা গেল :-

"Among the Mahomedan Agriculturists the most remarkable people are those known as the Shersabadiyas, or more generally as the Badiyas. The name is derived from Shersabad Pargana of Murshidabad district, from which they were forced to emigrate owing to the erosion of the Ganges. There are several theories about their origin. One is that they were originall Mahrattas, who came to Bengal with the Mahratta invaders. It is said that a number of them were made prisoners and forced to accept Islam. Their appearance, however, is unlike that of the typical Mahratta, and

it seems more likely that they are descendants of the army of Sher Shah, one of the Afgan Kings, Whatever their origin may be, it is certainly not Bengali. They are for most Part big men of fine Physique, with full black beards (unlike the rather straggly beards one generally sees) and with deepest eyes." [১০]

চাঁই

চাঁই সম্প্রদায়ের লোকেরা মালদহ জেলার জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। হবিবপুর, বামনগোলা, গাজোল, শিবগঞ্জ প্রভৃতি থানায় চাঁইজনদের বসতি নেই বললেই চলে। এদের উল্লেখযোগ্য বসতি লক্ষ্য করা যায় মানিকচক, কালিয়াচক এবং রতুয়া থানায়। এদের প্রচলিত কথা হিসাবে বলা যায় যে এরা নদীর ধারে ধারে বসবাস করতে ভালবাসে। ভুতনী, মানিকচক, পঞ্চানন্দপুর, কালিয়াচক, রতুয়া এবং ইংরেজ বাজার অঞ্চলে চাঁই সম্প্রদায়ের যে বসতি লক্ষ্য করা যায় তার মূল কারণ এটাই। এদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য। তবে জীবনধারণের কোন প্রয়োজনে এদের অন্যান্য বৃত্তিতেও নিযুক্ত দেখা যায়।

ফুলহার নদীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত ভুতনী এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এই অঞ্চল দিয়ারা অঞ্চল নামে খ্যাত। ভুতনীর পূর্বদিকে মথুরাপুর পশ্চিমে বিহার এবং রাজমহলের কিছু অংশ। উত্তরে রতুয়া থানার মহানন্দটোলা এবং দক্ষিণে বিহার। ভুতনীর মোট অঞ্চল তিনটি। (১) উত্তর চণ্ডীপুর, (২) দক্ষিণ চণ্ডীপুর, (৩) হীরানন্দপুর। উত্তর চণ্ডীপুরের নিম্নলিখিত অঞ্চলে

---

১০. Mitra. A / Census 1951 / West Bengal / District Handbooks Malda / Published by the Manager of Publications, Delhi / Printed by Govt. of India Press, Cal / 1954 / (Page XVIII) .

চাঁই মণ্ডলদের বসতি আছে ।

(১) গোবর্দ্ধন টোলা, (২) কার্ত্তিকটোলা, (৩) ভুবনটোলা, (৪) দাদাদিয়া ।
দক্ষিণ চণ্ডীপুরে পিয়ারীটোলাতে চাঁই সম্প্রদায়ের বসতি আছে । / ব

হীরানন্দপুর অঞ্চলে মাস্তুটোলা, গোবর্দ্ধনটোলা পিলুটোলা, গোপালটোলা, বাবুটোলা, মধুটোলা এবং বাখতোখরা অঞ্চলে চাঁই সম্প্রদায়ের বসতি লক্ষ্য করা যায় চাঁই মণ্ডলের আদি নিবাস ঠিক কোথায় ছিল তা বলা যায় না । তবে অনেকের ধারনা এদের পূর্ব পুরুষরা মুঙ্গের, সাঁওতালপরগণা এবং মুর্শিদাবাদ থেকে এসে গঙ্গার পার্শ্ববর্তী এলাকা গুলিতে বসতি স্থাপন করতে শুরু করেছে । চাঁই সম্প্রদায় সম্বন্ধে নিচের উদ্ধৃতিটি স্মরণীয় ।

" In the census of 1872 their number was given as 30,000 and they are still a fairly numerous and well known caste. Their most remarkable Peculiarity is that they will never touch a chain (this has, of course, no connectionwith the name of the caste). No one could say what was the origin of this custom, but it probably goes back to totemistic days. A chain Mandal would not even draw water from a well if a chain is attached to the bucket." ১৪

॥ খারোয়ার ॥

জেলার দক্ষিণদিকে খারোয়ার সম্প্রদায়ের লোক বসতি আছে । এরা মাঝে মাঝে মাছ ধরে এবং পাল্কীবহন করে । এদের আদি নিবাস ছোট নাগপুরে ।

"In the Southern Part of the district near the middle, are settled many people called Kharwar, who occasionally fish and carry the Palanquin, but are mostly cultivators .... their original country is in the vicinity of an old fortress called Khayra which is in the territory of chotoya Nagpur." ১৫

১৪. Mitra. A / Census 1951 / West Bengal / District Handbooks Malda / Published by the Manager Publications, Delhi / Printed by Govt. of India Press, Cal / 1954 / (Page XXIV).

১৫ Mitra. A / Census 1951 / West Bengal / District Handbooks Malda / Published by the Manager Publications, Delhi / Printed by Govt. of India Press, Cal / 1954 / (Page cxx).

॥ মার্কেণ্ডেয় ॥

জেলার পশ্চিমপ্রান্তে মার্কেণ্ডেয় সম্প্রদায়ের বসতি আছে। মাছধরা এদের মুখ্য উপজীবিকা। এরা নীচু সম্প্রদায়ের উপজাতি। স্থানীয় এলাকাতেই এরা মাছের মহাজনদের মধ্যস্থতা করে না, বিবাহ, অন্নপ্রাশন শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কাজে সময় থাকাতে এরা মাছের যোগান দিয়ে থাকে।

" About 400 families of a tribe called Markendeya are said to have settled in the western parts of this district. Their chief profession is the catching of fish, and they are an ~~impure~~ impure tribe whose Brahmans are degrated." ১৬

॥ চাপোট মণ্ডল ॥

ভুতনী এলাকায় উত্তরচণ্ডীপুরে নিম্নলিখিত পাড়াতে চাপোট মণ্ডলদের বসতি আছে। (১) গুদিটোলা, (২) রূপনাথ টোলা, (৩) শ্যামপুরটোলা, (৪) মদনটোলা, (৫) পঞ্চু টোলা, (৬) ধরমীদাসটোলা, (৭) খাটিয়াহারা (৮) রামটোলা, (৯) ত্রিলোকটোলা।

দক্ষিণ চণ্ডীপুরে নিম্নলিখিত স্থানে চাপোট বাগানীদের বসতি লক্ষ্য করা যায়। (১) শুকদেব টোলা, (২) গিরারী টোলা, (৩) পুলীন টোলা, (৪) বাগা, (৫) ছবিটোলা (৬) নবকিশটোলা, (৭) রুপনটোলা (৮) কিষনটোলা।

হীরানন্দপুর এলাকায় চাপোট বাগানীদের বসতিস্থল ঃ —
(১) কেদারটোলা (২) গুপিটোলা, (৩) নরীটোলা (৪) লোমনটোলা, (৫) দেওরাজ টোলা, (৬) কালাচাঁদ টোলা (৭) কেলুটোলা, (৮) নর দেব টোলা, (৯) বৈকুণ্ঠটোলা (১০) বড়িবোয়ারা, (১১) উমেশটোলা।

দক্ষিণ চণ্ডীপুরে চাপোট বাগানীদের বসতি বেশী। সমগ্র ভুতনী এলাকায় চাঁইমণ্ডল

পা. ১৬. Mitra. A / Census 1951 / West Bengal /District Handbooks Malda / Published by the Manager Publications, Delhi / Printed by Govt. of India Press, Cal / 1954 / Page cxx).

এবং চাপোট বাঙালীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৫% মানিকচক থানায় মোট জনসংখ্যা আনুমানিক ১ লক্ষ ২৫ হাজার। চাপোট বাঙালীদের মধ্যে অনেকগুলি ভেদ আছে। তাদের মধ্যে মূলতঃ (১) বাইশবড়িয়া (২) নাক্ষড়িয়া (৩) চাঁদপুরিয়া (৪) চারবোয়ালিয়া প্রধান।

॥ বিন ॥

জেলার বিভিন্ন থানায় বিন সম্প্রদায়ের বসতি লক্ষ্য করা যায়। সবচেয়ে বেশী বিন সম্প্রদায়ের বসতি আছে মানিকচক, কালিয়াচক এবং ইংরেজবাজার থানায়। তবুও দক্ষিণ চণ্ডীপুর এলাকায় বিনদের উল্লেখযোগ্য বসতি লক্ষ্য করা যায়। শ্রীরামপুরে বিনদের ঘনবসতি আছে। শ্রীরামপুর এলাকায় রাজকুমারটোলা এবং বাঘমনটোলায় বিন-সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বেশী। এদের পূর্ব বসতি ছিল বিহার প্রদেশে। এদের প্রবৃত্তি একটু হিংস্র। অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা বিন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা একটু বেশীভাবেই পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে মিত্রের উদ্ধৃতিটি স্মরণীয়।

"The Binds are another Caste who are found in the West of the district. They number nearly 11,629 and are hardly found in any other district of Bengal. They are a non-Aryan Caste originating from Bihar and have always been reputed to have criminal tendencies." ১৭

দক্ষিণ চণ্ডীপুরে গোয়াল, বেদে, তেলী, মুচি, মেথর, রাজা, ধোপা, মালি, ভিন্ডোর, কাহার, ধোবাম, এবং রাজপুত শিখদের বসতি আছে। ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের বসতি আছে মালিনটোলায়।

মালদহে যে সম্প্রদায়ের অবস্থিতি সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য তা হল মুসাহার সম্প্রদায়। পশ্চিমবঙ্গের আর কোনও জেলায় মুসাহার সম্প্রদায়ের বসতি নেই। এদের পূর্ববসতি ছিল সাঁওতাল পরগণায়।

---

১৭. Mitra. A / Census 1951 / West Bengal / District Handbooks Malda / Published by the Manager Publications, Delhi / Printed by Govt. of India Press, Cal / 1954 /(Page XXIV).

" Among the caste of semi-aboriginal origin the Mushahars are found in large numbers in Malda than in any other district, They ~~are~~ come from Santal Paraganas, and are employed mainly as earth cutters and day labourers." ১৮

মালদহে নিম্নলিখিত সম্প্রদায়ের লোকেরা খোট্টাভাষায় কথা বলে ।
(১) চাঁইমণ্ডল, (২) গঙ্গোতা, (৩) বিন, (৪) মুচি, (৫) দেবর, (৬) গোয়ালা, (৭) কেবট (৮) পিড্যার, (৯) কাহার (১০) কেওট, (১১) রাজপুত, (১২) নাগাবাসুর, (১৩) মুশিয়া, (১৪) তেলী, (১৫) রবিদাস, (১৬) বানিয়া, (১৭) বিন, (১৮) তুরী, (১৯) দোসাদ, (২০) ডোম, (২১) বাগদী, (২২) বাউরী, (২৩) ভুঁইমালী, (২৪) মালী, (২৫) বাউর, (২৬) তুরী, (২৭) বাজোয়ার, (২৮) খাখার, (২৯) খড়িয়া, (৩০) কোয়ার ।

১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী[১৯] মালদহ জেলার থানা ভিত্তিক আয়তন এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা হিসাব :-

আয়তনের শতকরা হার			জনসংখ্যার শতকরা হার
(১)	কালিয়াচক =	১৪·৮৮	২০·২১
(২)	বামনগোলা =	৫·৭২	৩·৯১
(৩)	মালদহ =	৬·২৮	৪·৩০
(৪)	হবিবপুর =	১১·৩	৭·১৬
(৫)	গাজোল =	১৪·২৫	৭·৭৩
(৬)	মানিকচক =	৮·৭৭	৮·৩৭
(৭)	ইংলিশবাজার =	৭·৩৭	১০·৭৫

১৮. Mitra. A/ Census 1951 / West Bengal / District Handbooks Malda / Published by the Manager Publications, Delhi / Printed by Govt. of India Press, Cal / 1954 / (Page XXIV).

১৯. Ray B. of the West Bengal Civil service/Census 1961/District Census Handbook Malda / Deputy Superintendent of census operation: West Bengal / Page (XIV).

আয়তনের শতকরা হার			জনসংখ্যার শতকরা হার
(৮)	হরিশ্চন্দ্রপুর =	১০.৭৬	১১.১৯
(৯)	খরবা =	১০.২২	১১.২৫
(১০)	রতুয়া =	১১.০৩	১২.৪০

মোট জনসংখ্যা ১৯৫১ — ৯৩৭,৫৮০ জন

মোট জনসংখ্যা ১৯৬১ — ● ১,২২১,৯২৩ জন

পুরুষ = ৬২১,৯৯০

স্ত্রী = ৫৯৯,৯৩৩

দশ বৎসরে মালদহের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি =২৮৪,৩৪৩ জন।

মোটামুটি ভাবে বলা যায় মালদহ জেলার প্রধান কথ্যভাষা বাংলা। এ জেলার অধিকাংশ লোক এই বাংলা ভাষাতেই কথা বলে। ১৯৬১ সালের লোকগণনার হিসেব অনুসারে দেখা যেছে শতকরা ৮৩.৫৯জন লোক বাংলা ভাষার মাধ্যমেই কথা বলে থাকে। মালদহ, বামনগোলা, গাজোল এবং হবিবপুর থানা বাদ দিয়ে বাকী ছয়টি থানাতে শতকরা ৭৫% জন লোক বাংলা ভাষাতে কথা বলে থাকে, এই চারটি থানাতে বেশ কিছু লোক সাঁওতালী ভাষাতে কথা বলে। মোট জনসংখ্যার ৭.১৯% জন লোক সাঁওতালী ভাষাতে কথা বলে। মালদহ জেলায় সাঁওতালী ভাষার মাধ্যমে কথা বলা লোকের সংখ্যা হবিবপুর থানাতেই সবচেয়ে বেশি। হবিবপুরে শতকরা প্রায় ৪০% জন লোক সাঁওতালী ভাষাতে কথা বলে।

দিয়ারা অঞ্চলে বিশেষ করে কালিয়াচক ও মানিকচক থানায় এবং ইংলিশবাজার থানাতেও কিছু সংখ্যক লোক আছে যাদের ভাষা পুরোপুরি বাংলা নয় আবার পুরোপুরি হিন্দীও নয়। বরং বলা যেতে পারে হিন্দী এবং বাংলার মিশ্রণে গড়ে ওঠা সম্পূর্ণ নুতন ভাষা – জেলার লোকদের কাছে যা খোট্টা ভাষা বলে পরিচিত। মালদহ জেলার – মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪% জন এই খোট্টাভাষাতে কথা বলে। কালিয়াচক থানায় খোট্টাভাষায় কথা বলা লোকের সংখ্যা ২৫,০০০ এর সামান্য কিছু বেশী। ইংরেজ – বাজার থানায় খোট্টাভাষাভাষী লোকের সংখ্যা ২০,০০০ জনের মত। মালদহ জেলার

মোট জনসংখ্যার ২.৫২ জন দ্বিভাষায় কথা বলে।[২০] মূলতঃ হবিবপুর, মালদহ এবং ইংরেজবাজার থানা এলাকাতেই দ্বিভাষী লোকের বড় বসতি লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া হরিশ্চন্দ্রপুর থানাতেও কোন কিছু সংখ্যক লোক দ্বিভাষাতেই কথা বলে। শিয়ারা এলাকায় বিশেষ করে মানিকচক এবং কালিয়াচক থানা এলাকায় – যে সমস্ত মুসলমান বাস করে তাদের মোট সংখ্যার কোন কিছু লোক আছে যাদের ভাষার একমাত্র মাধ্যম উর্দু। ১৯৬১ সালের পরিসংখ্যান হতে জানা গেছে যে মালদহ, ইংলিশবাজার ও কালিয়াচক থানার শতকরা ৩২ লোক উর্দু ভাষাতে কথা বলে। পরিসংখ্যান থেকে একথা জানা যায় যে এ জেলায় মোট ৪৮ রকমের জাতি ও উপজাতি আছে যারা নিজেদের মাতৃ ভাষার মাধ্যমেই কথা বলে থাকে।

সাধারণত বিহার, ছোটনাগপুর এবং সাঁওতাল পরগণা থেকে যে সমস্ত লোক মালদহে এসে বসবাস করছে তারা – দ্বিভাষিক।

(cf. "The settlers from Bihar, Chhotanagpur and Santal Paraganas are commonly bilingual")[২১]

মালদহ জেলায় মোট জনসংখ্যার ৩৫.৩৭ জন লোক খোট্টাভাষাতেই কথা বলে। এরা যে সংমিশ্রিত ভাষাতেই কথা বলে তা নয় – এরা বাংলা ভাষাতেও কথা বলতে পারে। তবে বাংলা এদের দোভাষী ভাষা। বয়স্ক লোকদের মতে এরা খোট্টাভাষাতেই কথা বলে থাকে। একটা মজার কথা হল এই যে বাবুরী, উর্দু বা মৈথিলী ভিন্ন খোট্টা ভাষায় যারা কথা বলে তারা সহজেই বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে। কিন্তু বাংলা যাদের মাতৃভাষা তারা কিন্তু সহজে উর্দু, মৈথিলী ,বাবুরী বা খোট্টা ভাষায় স্বচ্ছন্দপূর্ণ ভাবে কথা বলতে পারে না।

(Cf. "But bilingualism is quite uncommon amongst the Bengali speakers.")[২২]

---

২০. Ray B. of the West Bengal Civil Service / Census 1961 / District Census Handbook Malda/ Deputy Superintendent of Census operations, West Bengal / (Page XXVIII).

২১. Ray B. of the West Bengal Civil Service / Census 1961 / District census Handbook Malda / Deputy Superintendent of census operations, West Bengal (Page XXVIII).

২২. Ray B. of the West Bengal Civil Service / census 1961 / District Census Handbook Malda / Deputy Superintendent of Census operations, West Bengal (Page XXVIII).

বাংলা ভাষার মাধ্যমে যারা কথাবার্তা বলে তারমধ্যে শতকরা ৩'৬% লোক আছেন যারা বাংলাভাষা ছাড়া অন্য হিসেবে কথিত বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে কথা বলতে পারে। (cf. " only 3.6 per cent of the Bengali speakers are bilingual"). ২৩

<u>ধর্মীয় ভিত্তিতে লোকসংখ্যার হার</u>

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে মালদহ জেলায় মূলতঃ দুইটি প্রধান ধর্মাবলম্বী লোকের বসতি আছে। এদের একটি দল হিন্দুধর্মাবলম্বী, অপরটি দল মুসলমান ধর্মাবলম্বী। উভয় ধর্মাবলম্বী লোকের তুলনায় হিন্দুদের প্রাধান্য বেশী। জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৩'৬৪ জন লোক হিন্দুধর্মের পরিপোষক এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৬'১৮ জন লোক ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। একটি থানার মধ্যে হবিবপুর থানাতে শতকরা ৯৫% এরও বেশী লোক হিন্দুধর্মাবলম্বী (cf. "Habibpur is the only Police station where more than 95.00 per cent of the people are Hindus."). ২৪

জেলার দক্ষিণদিকে অবস্থিত কালিয়াচক থানায় এবং জেলার উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত রতুয়া, খর্বা এবং হরিশ্চন্দ্র পুর থানায় সর্বাপেক্ষা মুসলমানদের বসতি আছে।
"(Cf." The Police Station Kaliachak in the south and Ratua, Kharba and and Harischandrapur group of Police Stations in the north - Western Corner of the district are peopled Predominantly by Muslims"). ২৫

---

২৩. Ray B. of the West Bengal Civil Service/Census 1961/District Census Handbook Malda / Deputy Superintendent of Census operations, West Bengal /(Page XXVIII).

২৪. Ray B. of the West Bengal Civil Service/Census 1961/District Census Handbook Malda / Deputy Superintendent of Census operations, West Bengal/ (Page XXVIII).

২৫ Ray B. of the West Bengal Civil Service /Census 1961/ District Census Handbook Malda/Deputy Superintendent of Census operations, West Bengal / (Page XXVIII).

	থানা	হিন্দু	মুসলমান
(১)	ইংলিশবাজার	৬০·৫৫	৩৬·৪১
(২)	কালিয়াচক	৩৭·৪৮	৬২·৫২
(৩)	মালদহ	৭১·৯৬	২৭·৭৪
(৪)	হবিবপুর	৯৬·৭১	২·৩৯
(৫)	রতুয়া	৪০·৬৬	৫৯·৩১
(৬)	মানিকচক	৬৪·৮৫	৩৫·১৫
(৭)	খর্বা	৩৮·৮০	৬১·১৯
(৮)	হরিশ্চন্দ্রপুর	৪১·১৮	৫৮·৭৬
(৯)	গাজোল	৭২·৯০	২৬·৩৮
(১০)	বামনগোলা	৮১·৬২	১৮·২২

দশটি থানার মধ্যে কালিয়াচক এবং ইংলিশ বাজার থানা এলাকার লোক সংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী। পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে ১৯০১ সাল থেকেই কালিয়াচক থানার লোকসংখ্যা জেলার অন্যান্য থানা এলাকার চেয়ে বেশী।
(cf. "Kaliachak Police Stations of Malda has all along the most densely populated area of the district since 1901"). [২৬]

লোকবসতির কারণ হিসাবে বলা যায় যে গঙ্গার পলিমৃত্তিকা পড়ে এ অঞ্চল অত্যন্ত উর্বরা। জল চাষাবাদের উপযোগী। রেশম শিল্প এবং তাঁতশিল্প এ এলাকায় গড়ে উঠেছে বলে জনসংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটেছে। এ দুইটি শিল্পে হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদের কারিগরী দক্ষতা অধিক বেশী। নানাবিধ কুটির শিল্প দিন দিন গড়ে উঠেছে এই এলাকায়। হবিবপুর, বামনগোলা প্রভৃতি এলাকার লোকেরা অধিকাংশই কৃষিজীবি। তারা ভিন্ন - কালিয়াচক থানার লোকদের মত এত পরিশ্রমী নয় এবং শিল্পের জ্ঞানও অনেকের নেই। এর মূল কারণ কি ? মূল কারণ বামনগোলা এবং হবিবপুরের রাজবংশী এবং সাঁওতালদের

---

২৬. Ray. B. of the West Bengal Civil Service/Census 1961/District Census Handbook Malda / Deputy Superintendent of Census operations, / Page Mx XVII).

বসতি বেশী । সাঁওতালরা স্বভাবগত কারণে একটু যাযাবরপ্রিয় এবং দলপ্রবণশীল । মুসলমানদের মত কষ্ট সহিষ্ণু হলেও তারা বহু বনে শিকার পরিশ্রম তারা স্বভাবগত কারণে এড়িয়ে যায় । রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেরা যদিও কৃষিকার্য নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও তথাপি জাতিগত ভিত্তিতে দেখেছি বামনগোলা এবং হবিবপুর অঞ্চলে তাদের বসতি বেশী দেখেছি থানার অববাহিকা অঞ্চলে তারা বেশী সংখ্যায় বসবাস করছে ।

জেলার পশ্চিমদিকে অবস্থিত সবকয়টি থানা এলাকার লোকসংখ্যার ঘনত্ব মোটামুটি ভাবে পূর্বদিকে অবস্থিত বরিন্দ এলাকার লোকসংখ্যার ঘনত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী ।

(cf. "........... Police Stations situated on the Western side of the district have shown higher density ranges than those observed in the barind areas.").২৭

এদিকের জমিগুলি পলিজ এবং বরিন্দ এলাকার জমির মত নয় ।

<u>প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যার ঘনত্বের তালিকা ।</u>[২৮]

	থানা	১৯৩১	১৯৫১	১৯৬১
১)	ইংলিশবাজার	৭১৫	৯৫৪	১,৩০৫
২)	কালিয়াচক	৭১৬	১,০৯২	১,৩৭০
৩)	মালদহ	৩৩৮	৪২৮	৬০০
৪)	হবিবপুর	২৭৯	৪৭১	৫৭২
৫)	রতুয়া	৪৫১	৭৫৪	৯৮৮
৬)	মানিকচক	৩৮৬	৬৩৫	৮৩৮

২৭. Ray B. of the West Bengal Civil Service/Census 1961/District Census Handbook Malda / Deputy Superintendent of Census operations, West Bengal/ (Page XVII).

২৮. Ray B. of the West Bengal Civil Service/Census 1961/ District Census Handbook Malda / Deputy Superintendent of Census Operations, West Bengal / (Page XVII).

	থানা	১৯৩১	১৯৫১	১৯৬১
৭)	খরবা	৪৯৮	৭০৭	৯৬৭
৮)	হরিশ্চন্দ্রপুর	৩১৮	৬৭৫	৯১২
৯)	গাজোল	২৬৭	৩৬৯	৪৭৭
১০)	বামনগোলা	৩১২	৪৯৮	৬৩

থানা ভিত্তিক পরিসংখ্যানে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসমূহের তালিকা ঃ- [২৯]

ইংলিশবাজার

বিষয় –	গ্রাম এলাকা	শহর এলাকা
বাংলা –	৫৮,৩৬৯	৪০,৩৭৯
হিন্দী –	২,৩৪০	৪,৩৭২
খোট্টা –	১৯,৯১৫	X X
সাঁওতালী –	১৯৯	৪৩
উর্দু –	২,৪০০	১,৫১৯

কালিয়াচক

বাংলা –	২৪৮,৩৫১	X X
হিন্দী –	১,৮২১	X X
খোট্টা	২৫,৫০৯	X X
সাঁওতালী	১২	X X
উর্দু	৭,৮৫৩	X X

২৯. Ray B. of the West Bengal Civil Service/Census 1961/District Census Handbook Malda/ Deputy Superintendent of Census Operations, West Bengal /~~Exgm~~ Table C - V - Mother Tongue (Page 146-147).

বিষয়	গ্রাম এলাকা	শহর এলাকা
	মালদহ	
বাংলা	৩৪,৫৯১	৩,৭২৭
হিন্দী	২,১০০	৭৯২
ওরাওঁ	২৬৭	× ×
সাঁওতালী	১০,১১৮	২২
উর্দু	৩	১৪৯
	হবিবপুর	
বাংলা	৪৬,১১২	× ×
হিন্দী	৫,৬২৬	× ×
ওরাওঁ	৬৫৮	× ×
সাঁওতালী	৩৪,৭৮১	× ×
উর্দু	৬	× ×
	রতুয়া	
বাংলা	১৪৯,৭৩০	× ×
হিন্দী	১,৭৮৩	× ×
ওরাওঁ	১১	× ×
সাঁওতালী	৩	× ×
উর্দু	৪২৭	× ×
	মানিকচক	
বাংলা	৮৭,৫৬৬	× ×
হিন্দী	১,৪৩৩	× ×
ওরাওঁ	২,২৬০	× ×
সাঁওতালী	× ×	× ×
উর্দু	৭,৩০৬	× ×

খরবা

বিষয়	গ্রাম এলাকা	শহর এলাকা
বাংলা	১৩০,০৫৮	x x
হিন্দী	১,৯৪৬	x x
খোট্টা	৮১	x x
সাঁওতালী	১,৬০৭	x x
উর্দু	৩২১	x x

হরিশ্চন্দ্রপুর

বাংলা	১২৭,৯৪৭	x x
হিন্দী	৫,৪৫০	x x
খোট্টা	১৩৪	x x
সাঁওতালী	১,৬৬১	x x
উর্দু	৫৪৩	x x

গাজোল

বাংলা	৬১,৯৬৫	x x
হিন্দী	২,০৫৬	x x
খোট্টা	৭৯৬	x x
সাঁওতালী	২৭,৭২৯	x x
উর্দু	৫২৩	x x

বামনগোলা

বাংলা	৩৩,৯৩৬	x x
হিন্দী	১,৫০২	x x
খোট্টা	১৬৩	x x
সাঁওতালী	১১,৬৫২	x x
উর্দু	১৩	x x

সমগ্র মালদহ জেলা

বিষয়	গ্রাম এলাকা	শহর এলাকা
বাংলা	৯৭৭,৬৪০	৪৩,৮০৩
হিন্দী	২৬,১৩৭	৪,৮৬৪
খোট্টা	৪৯,৮২৪	x x
সাঁওতালী	৮৭,৭৮২	৬৫
উর্দু	১৯, ৪০৩	১,৩৬৮

মালদহ জেলার তপশীলী জাতিদের তালিকা[৩০]

১) বাগ্দী	১১) ধোবা	২৪) কেওট	৩৮) পান
২) বহেলিয়া	১২) দোসাদ	২৫) খইরা	৩৯) পাসী
৩) বৈতি	১৩) ডোম	২৬) কোচ	৪০) পাটনী
৪) বাউরী	১৪) ঘাসী	২৭) কোনাই	৪১) পোদ /পৌণ্ড্র
৫) বেদিয়া	১৫) গোনরী	২৮) কোঁয়ার	৪২) রাজবংশী
৬) বেলদার	১৬) হাড়ী	২৯) লোহার	৪৩) রাজোয়ার
৭) ভুঁইমালী	১৭) জালিয়া কৈবর্ত	৩০) মাহার	৪৪) শুঁড়ি
৮) ভুইয়া	১৮) ঝালো মালো	৩১) মাল	৪৫) নাবা
৯) বিন্দ	১৯) কোদার	৩২) মল্ল	৪৬) তিয়ার
১০) চামার	২০) কান্দ্রী	৩৩) মেথর	৪৭) তুরী
চর্মকার	২১) কাওরা	৩৪) মুসাহার	৪৮) অজ্ঞাত ।
মুচি	২২) কারেঙ্গা	৩৫) নমঃশূদ্র	
রবিদাস	২৩) কাউর	৩৬) নুনিয়া	
ঋষি		৩৭) পালিয়া	

---

৩০. Ray B. of the West Bengal Civil Service/Census 1961/District Census Handbook Malda / Deputy Superintendent of Census Operations, West Bengal Table SCT - 1 Part A / Page 154.

মালদহ জেলার তফসিলী উপজাতিদের তালিকা ।[৩১]

(১) ভূমিজ

(২) চাকমা

(৩) গাড়ুয়া

(৪) কোড়া

(৫) লোধা, খেড়িয়া, খাড়িয়া

(৬) মাহালী

(৭) মালপাহাড়িয়া

(৮) ম্রু

(৯) মুণ্ডা

(১০) ওরাওঁ

(১১) সাঁওতাল

(১২) অজানা

---

৩১. Ray B. of the West Bengal Civil Service / Census 1961 / District Census Handbook Malda / Deputy Superintendent of Census Operations, /(Page - 180).

এই প্রসঙ্গে কথ্যভাষাগুলির পদবিন্যাস পদ্ধতি (Syntax) এবং শব্দার্থতাত্ত্বিক (Semantics) কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা গেল ।

২) শব্দের আদিতে "র "থাকলে অকারের উচ্চারণ । কিন্তু অনায় তারা "র" উচ্চারণ করতে পারে । যেমন,

এটা তোর খোবই রন্যায় হোচে । / এটা আমার খুবই অন্যায় হয়েছে ১০।

৩) শব্দের আদিতে "দ"স্থানে "ধ"এর ব্যবহার । যেমন,

বাপ বেটা ধক্কিপুর গেচে ।

ধোক ধোর্ ধোকানটা আমবার আসলো ।

? / ধোকানে যাইছেন (যাইতেছেন) কবেন কি ঐ কাগোজ আনবেন ধোরে ধোবে ।

ধাক্ ধোটা ধন নিয়ে যায় ধো ধে ।

ধনোধাই ধোক্কার লাথি দিয়ে গিয়াছে ।

ধাপদাড়া ধাপোরুতার দাম কতো ধাছিন ?

ধাড়ি না ধারুলে টিকি উঠে ?

ধো ধো ধাঙ্কা ধাপ কড়ে ধো ।

ধ্যাবার ধাম ? ধোধুর মিশিন ধাড়ী পাঠবে না ?

ধন্দাদের হাত ধোরুট কি মুখায় থাকলো দেখনের ধাবু না ।

শব্দের মধ্য পদের আদিতে "ধ"স্থানে "দ"এর উচ্চারণ হতে দেখা যায় । যেমন,

দাঁড়ি গাছের না থাকে তার দাবধাটা ধাঁধা ।

৪) মূল শব্দে "হ "না থাকলেও অনেক সময় শব্দের মধ্যে অথবা শব্দের শেষে হ-এর আগম হয়ে থাকে যেমন , কুড়া > কুড়হা পড়া > পড়হা

কুড়ী > কুড়হী খোপা > খোপ্হা

প্রাচীন বাংলায় যেমন শব্দমধ্যে "হ"এর আগম ঘটতে দেখা যায় তেমনি এই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ করে হাজং সম্প্রদায়ের কথাভাষায় উচ্চারণে "হ" ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় । যেমন ,

ধম > ধহম । (তোমুন শব্দ হতে হাত)

৫) আ-এর উচ্চারণ অনেক সময় "অ্যা"এর মত হয় যেমন ,

অ্যাখনা দিনের কথা আলাদা

উপ থোরে অ্যাটক ।

চাং রাতাব্ হামবাড়ী আসনা কোহিন্ তো ?

কোন কোন ক্ষেত্রে আকারের নাসিক্য উচ্চারণও হয়ে থাকে । যেমন,

ধানগুলা কাটিকা তোয়াকে যে খোরাকুলা পুরে দাসু তুই ?

আ-স্থানে উচ্চারণে হ-এর আগম :-

আচ্চা হামার গাইয়ের এ্যাকটা ছাও হোছে ।

হামবাড়ী যায় চ চ । (আমাদের বাড়ী > হামাদের বাড়ী > হামবাড়ী)

উমলা কত্ত হামাক্ কোয়ে কি হোবে ?

৬) আ-কারের উচ্চারণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করে উচ্চারণ করার প্রবণতা । এই আ-কার অনেকটা আঁ- এর মত । যেমন,

ন) বিহারে দুই পরিচ্ছদ দিয়ে থাচি কোরে কাঁচা ।

(আঁচ্চাছি > কেচ্চেছি > থাচি > কাঁচা)

টাঁকের বুকেত্ দুই মুখে পাঁও না । (পাই > পাও > পাঁও)

৭) কোন কোন সময় ক্রিয়াপদের ব্যবহারে এ- স্থানে ই-এর উচ্চারণ হতে দেখা যায় । যেমন,

কিতাবগুলা লেখিছিন ? (লিখেছেন > লিখেছেন > লেখিছিন)

৮) এ-র উচ্চারণ শব্দের আদিতে বিকৃত অবস্থায় দেখা যায় । যেমন,

এ > অ্যা = আজ্ঞে অ্যাকলা বুঝি আসিন ?

এ > এ্যা = হামার এ্যাকে থাকা কোরতে পারবে না ।

এ > এ্যা = ও এ্যালেক মানুষ যায় ক্যান ?

৯) রাজবংশী এবং পোলিয়া সম্প্রদায়ের চলিত কথাভাষায় সংযুক্ত বর্ণকে সরল করে নেবার প্রবণতা খুব বেশী । এর ফলে শব্দের আদিতে, মধ্যে এবং শব্দের শেষে একটি বাড়তি স্বরধ্বনির আগম হয়ে থাকে । সাধারণভাবে গ্রামীণলোকের কথাভাষায় বা অশিক্ষিতদের কথাভাষাতেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় । যেমন,

শব্দের আদিতে স্বরাগম (Prothesis) :-

দিন দিন আস্পর্ধা বাড়েই যাছে না ? (স্পর্ধা > আস্পর্ধা)

হাটোত্ যায়্যে এক বোতল ইসপিরিট্ কিনিছুঁ ছয়টাকা দিয়ে ।
দ্যাখো দিনি জিনিসের দাম কত্তো বাড়িছে । (স্পিরিট্ > ইসপিরিট্)
ইস্টিশেনোত্ গাড়ী নিয়ে গেছলু হ । (স্টেশন > ইস্টিশেন)

লক্ষ্য করি সেই বৈশিষ্ট্য
১০) সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষায় স্বরভক্তির যে বৈশিষ্ট্য এ ভাষাতেও প্রচলিত।
অত্তো গরব কোরে কি হোবে বাবু, হামরা গোরিব মানুষ (গর্ব > গরব)
মধোপুরের বেটী তার বাবার ভুটাকী ? দ্যাখো ।
বাপরে, মধোপুর যুধিষ্ঠির রে ।
মধ্যপুর > মধোপুর
ধর্মপুত্র > ধম্মোপুত্তর

১১) এই সম্প্রদায়ের কথ্যভাষায় উচ্চারিত শব্দসমূহে অপিনিহিতির প্রয়োগ বড় একটা দেখা যায় না । কিন্তু অভিশ্রুতির (Umlaut) এর প্রয়োগ কিছুপরিমাণ দেখা যায় । কিন্তু ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে উক্ত অভিশ্রুতির প্রয়োগের সঙ্গে এদের উচ্চারণজনিত কিছু পার্থক্যও লক্ষিত হয়ে থাকে । যেমন ,

থালগুলা কি মা-বাবা খ্যাকে গেল হ । (থাকিয়া > থাইক্যা > থেকে > খ্যাকে)
ওঁর কথা শুনেই ত হামার শালোর কানে যাচ্ছে । (শুনিয়া > শুইন্যা > শুনে)
গাছের্ কলাগুলা প্যাকে গিছে পাড়্যে তো ।
(পাকিয়া > পাইক্যা > পেকে > প্যাকে)

১২) Syncope (মধ্যস্বর লোপেরও) এর প্রয়োগ এদের উচ্চারণের মধ্যেও দেখা যায় । যেমন, কথাটা তোর গিন্নীক যায়্যে ক দিনি ।
(গৃহিনী > গিরিনী > গিন্নী)

১৩) অনেক সময় পদের উচ্চারণে স্বরধ্বনি কোনরকম নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনির সাহায্য ছাড়া আপনা আপনি আনুনাসিক হয় অর্থাৎ স্বতোনাসিক্যীভবনের (Spontaneous Nasalisation) এর প্রয়োগ দেখা যায় এদের কথ্যভাষার উচারণে । যেমন,

তুই আগে যা, মুই যাঁছু পরে ।
মুর বাপ্ নিজের হাতে এ্যাকলা টাকা দিলে ।
কাপোড়টা এ্যাতোদিন্ কোরে চিঁড়িচে কি আর পরাই যাবে না ।

চ্যাংড়ের বুকের বাপ্ ,মুই আবার কানে কম শোনে ।
নদাম্ হাঁসোচিন্ ক্যান্ তে বাবু আসেখান আছে ? (নদাম = অনর্থক)

১৪) কথ্যভাষার উচ্চারণে বিপর্যাসের (Metathesis) প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায় । যেমন ,

আনলা খান্ কতো দিয়ে কিনিছিন্ ? (আলনা > আনলা)
নতুন বাক্সখান্ আনতে আনতেই ভাঙে গেলাদিন ? (বাক্স > বাকস)
মধ্যরাত্রীর বাগুতে রিকশাখানার চিড় । (রিক্সা > রিকশা)

১৫) কথ্যভাষার উচ্চারণে প্রায়ই ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব করণের দিকে ঝোঁক (Doubling of Consonant) দেখা যায় । যেমন,

সকুলে মিলে আখলে এই ক্যাম্পের পড়ার ভোরতে আবার কদিন লাগবে ?
তোর বড্ডা ভাত্ হোচে না ? (বড় > বড্ড)
মুখে ধঁই দোষ্ চাল্লাক । (চালাক > চাল্লাক)

(খ) দত্তি, পঞ্চানপুর ,বড্ডা কাঁকিয়া ,পিয়াসবাড়ী প্রভৃতি এলাকার আদর্শ সম্প্রদায় ।

১) ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব ঃ- (Doubling of Consonents) ঃ-
ডাক্তারসাহেবকে দে ভয় যাই পাচ্ছিলে ?
আমরা আজ -মুরগি দেখতা যাই যাইছি ।
অতো চাল্লাকি আৎ কার্

২) ন-স্থানে "ল" ধ্বনি উচ্চারণ করার প্রবণতা ঃ-
হম, রোজ বিহানে নদীত্বে বিনকালিম বেড়াইলে যাইতোদিন ।
(আমি প্রতিদিন সকালে নদীতে বেড়াতে যেতাম)
হম নবীন আই পাহাপতে ? (নাহান = স্নান করা অর্থে ব্যবহৃত)
হম তোরটিকুলে টাকা লই লেলছে ।
(আমি তোর কাছ থেকে টাকা নিই নি)

দেলছে = দ + দিয়েছে। অতীত ক্রিয়াপদের রূপ। না + ক্রিয়াপদ।
হাজিগঞ্জীদের কথ্যভাষার সঙ্গে এদের বেশি পার্থক্য। রূপটিতে হিন্দী প্রভাব লক্ষ্য করার মত।
বাসনাগুলকে কাপড়াটা দি যায় (মাগবেতে কাপড়টা দিয়ে যান)

৩) পদমধ্যে ব – এর উচ্চারণ :–
পরশু যাকে দিদিকে দেখে আসবিন (প্রথমে গিয়ে দিদিকে প্রণাম করিস)
মাছগুলো | ওদেরগুলির নাই যাবিন।
থালিয়াটা দেখাবিন কি ছেড়ে ?
টাউনেতে কাব যাবিবিন ?
খবরদার | তুঁ ই কাথা নাই বোলিবিন।

৪) মার্শি চলিত ভাষার ব্যবহৃত "ই" কার যুক্ত শব্দ এদের কথ্য উচ্চারণে "উ" তে পরিবর্তিত হয়। যেমন,
হর কুছদিন আগু রামায়ণ পড়লাছিলে। (আমি কিছুদিন পূর্বে রামায়ণ পড়েছি)
ওকরা কুছু দিবিন (ওকে কিছু দে)।
দ স্থানে দা :–
দোবিয়াকো কাপড়া দেলছেলিন কি ? (ধোপাকে কাপড় দিয়েছিল কি ?)
তুঁ ই কাথা নাই বোলিবিন (তুই এ কথা বলিস না)
ই ছা'বয়াকে বাজারসে ঘড়িটা দেলাছি।
ই স্থানে এ :–
তোর খোঁখিটা হামরা দেখিল ? (দিদি > দেখিল)
তুঁ কি টাকা দেখিন নাই ?

৫) শব্দমধ্যে ব–ফলা যুক্ত শব্দগুলির উচ্চারণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
গুরুজীকে ভ্যক্তি করবিন্। (ভক্তি > ভ্যক্তি)
টাউনেতে কাব্ যাবিবিন্। (কবে > কাব্)
বাগিচা ধরে রাস্তা বহুত দূর।
তুঁ কি নাই লাব্ পারবিন্ ?
উ পাগলা কুত্তা কাটিবান।

গ) কালিয়াচক, মানিকচক, ভুতনী, ইংরেজ বাজার প্রভৃতি এলাকার চাঁই মণ্ডল সম্প্রদায়

১) সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রয়োগ চাঁই সম্প্রদায়ের উচ্চারণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় পদটির উপর জোর দেওয়ার জন্য এরূপ সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের প্রয়োগ দেখা যায়।

যেমন, <u>উপ্পর</u> ও <u>ফ্লিকে</u> দেখ্ যাও কি নাই ? — উপর > উপ্পর

<u>সবেয়াক্কোই</u> এক্কেলে চাল্ যেবে। — একলে > এক্কেলে

নাক্কা নাই ভেলে এ্যাক্কো। — একা > এ্যাক্কো।

উপরের উদাহরণগুলিতে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব প্রয়োগ এবং কোন একটি বর্ণের উপর Stress বা ঝোঁক দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

২) সানুনাসিক হ-কারযুক্ত শব্দ প্রয়োগ দেখা যায় এদের কথ্যভাষায়। যেমন,

<u>হিঁয়া</u> খাবাকে কাম দেহি নো।

<u>উহাঁ</u> যোইবে।

<u>হাঁতো</u> বাটবাজার কাই যাবে ?

তোঁ খুব খাবাক <u>হাঁখি</u> ?

খুপটা <u>হিঁয়া</u> সে রাখ্খ ?

৩) সানুনাসিক ভ-কারযুক্ত প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় এদের কথ্যভাষার উচ্চারণে।

যেমন, <u>ভাঁই</u> এটা কাম দেবার কারলে।

<u>ভাঁই</u> খার খাক্কা খাবো।

তোঁ খুব মামলাবাজ হাঁখি ?

৪) ধ্বন্যাত্মক শব্দের উচ্চারণে য-ফলার খাদন খুব বেশী লক্ষ করা যায়। যেমন,

<u>ঝ্যাট্‌ফ্যাট্</u> কারিকে দোকানসে নুন লেকে আ।

চোরটা <u>ধ্যাড়ফ্যাড়</u> কারিকে ভাগলে।

ইটা বোক্কি নোব্ খার কায়। <u>খ্যাচ্ খ্যাচকে</u> কাটিস না।

ছাইকেলটা <u>ক্যাক্যাঁচ</u> কারা।

বাঁইচি সে কাপড়াটা <u>ক্যাচক্যাচ</u> কারিকে কাটো।

তোরা একটা লিহোরা কারিয়ে ই বাতটা রাখ।

(তোকে একটা অনুরোধ করছি এ কথাটা রাখ।)

৫) বিশেষ্যপদের উচ্চারণে য-ফলার আগম দেখা যায়। যেমন –
ন্যগুলিকে গ্যাভাব খাজা যায়।
ডাক্তারের চ্যাড়ার বসা যাই ক্যা।
তব জোড়া দ্যাশটা টাকা দেবে লো।

৬) বিশেষণ পদেও য-ফলার আগম দেখা যায়। যেমন,
ও খুব প্যাঁচির চাপা যায়।
দোকানদারটো খুব ত্যাশ যায়।

৭) প-স্থানে খা :–
বাকুৎ পিছনে ধ্যাড়ি পড়া।
হাবুড় বাগনে খাই যায়। তোর খাদে অনেক রাস্তাব।
একবারে যে খাবাড় খাই খাব।
খাপন বাড়ে উঠার গাছে টান যায়।

৮) র-স্থানে ল :–
ল-স্থানে র :–
বধুর পুরীনকে দোর বাবিচ হোলে।
খাড়িয়াটা খোলিবিন ফিরে ?

৯) ন-স্থানে দ :–
নদী বাধন লেলছিলিন ? (নদীর ধারে গিয়েছিলি ?)
যব নদীর নাই নাবানছে। (আমি নদীতে স্নান করি নি)

১০) পদের মধ্য দন্তচিহ্ন জোড় র দিবার জন্য দ-এর দ্বিত্ব প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন,
বাপেবালনের গলা একেত্তে চাপ দেগে।
আমাদিনা দেওয়ালের জিনিস লেকে বেচাপা খাচ্ছে।
কাপা খুলা ছাড়িকে জোরসে গান কর।
সমুদ্রের কাছে পানি রক্তি দেখে।
এই অঞ্চলের লোকদের উচ্চারণে প্রান্তবর্তী বিহার অঞ্চল এলাকাগুলির প্রভাব খুব বেশী পড়েছে।

ঘ) মহদীপুর, ডিগাবাগী, দোভ ,খাড়াপুর ,গুরাড়ি, খাইরো - প্রভৃতি এলাকার পুরুষস্ত্রিদের কথ্যভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য এবার দেখান হবে ।

১) এ - স্থানে এ্যা :-

গ্যালে হাপি খ্যায়্যা বোস্যা তেবে বিশাম্ বোরলে ।
বিহীন খ্যাক্যা খাব্ কামার দাদা গ্যাছে পড়েছে পি ।
খ্যায়্যা দ্যায়্যা দুই দি পিনক্যা ফুল্যা ফুল্যা যাচ্ছে ।
ঘুঁর্যা দেখনু যে বিষাবলী গাছের জ্যাতে চোখ বুঁজ্যা পোড়্যা আছে ।

শব্দের আদিতে ,মধ্যে এবং শেষে হ- কারের আগম এই অঞ্চলের লোকদের উচ্চারণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ।

২) গাছে চোড়্যা দেখনু ।
ঐই হাদাকে খ্যাঙ্কি পোড়হিয়ে দিলে ।
কাঁকালোক চাবাবো ২ চ্যাক্যা চ্যাক্যা হাগাবাদ বোয়্যা দেনু ।

অ-স্থানে পদের আদিতে হ-এর আগম :-

৩) তোবে হাপি যে বোতম্ আচুঁ বোয়্যা খায় তো গুনতে পারিস আরে মরা ।
হামার বাড়ী থাকবি তেঃ হামাকেই রাঁধি দেবাধি ২
হামাকে খ্যাবনা বোষেলেও না ।

৪) ন -স্থানে ল-এর আগম :-
কে তোর টাকা লিয়্যাছে কথা, হাপি লিয়্যাদি ২
দেখতে দেখতে আগুন জলে ডুব্যা গেছে ।
(বা = বৌটা । গদ্য, ব্যবহৃত | লা > লা)
কাল হামার একটুও লিদ্ হয় পি ।
(কাল আমার একটুও ঘুম হয় নি)
ওঁর বাড়ী ঘর তো লিলাম বোয়্যা ক্যাক্যা লিয়্যাছে ।
ক্যাক্টা বোয়্যা খ্যায়্যাছিস ক্যানে ২ ও বাপে লিরবাণ্ দেখিন দ্যায় পি ২
কালিকাপুর হাপি টই ২ এ্যাকনা গলায় জল লিয়্যা আসছু ।

৫) উচ্চারণে কোন কোন শব্দ অনুনাসিকের প্রয়োগ দেখা যায় । যেমন ,

পাঁ - ধান্ ধুস্ দি ?

ঘঁই তো আমোবার । ঘুঁর তো রশির ধান যাছে ।

এঁ্যাই এ্যাতুলা ছ্যাবরার মত কাঁদছে ক্যানে ?

হাটে যাচ্ছিস – এ্যাকনা ধানের খাঁবাক ঘুঁকিস তো ।

বাঁদাড়ে ভাল ব্যাঙ্গা ঘুঁক্যা দেখিস । র‍্যাখ্যাছিস কাঁহো ।

৬) আদর্শ কথ্যভাষায় (Standard Colloquial Bengali)

ভদ্র সমাজের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেখানে অনুকার শব্দে ট-এর আগম হয় সেখানে পুরুলিয়া এবং বাংলো সম্প্রদায়ের কথ্যভাষার উচ্চারণে "উ" স্বরবর্ণের আগম হয়ে থাকে । এটা এদের উচ্চারণগত একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যেমন ,

ছাতু উতু খ্যাচ্ছে লে । খ্যায়্যে যুক্তি হ ।

হাঁসপাতালে যাচ্ছিস্ বেদানা উদানা কিন্যাছিস্ ?

ভাঙা মুড়ি টিন- উন থাকে তো দেনা তো রে ।

এ খ্যাকনা খাবারটা খোকা দি ।

চ্যাঙ্গা জল - উল খ্যাক্যা

ছাতু টাতু > ছাতু উতু ।

বেদানা টেদানা > বেদানা উদানা ।

টিনফিন > টিন উন ।

জল টল > জল উল ।

৩) কুড়মালি, বাঁগারী পাড়া এবং বন্দিগ্রাম অঞ্চলের কনগৰাছি সম্প্রদায়ের উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য এবার দেখান হবে ।

১) ম স্থানে ব ঃ-

এঠে ভুবিকম্প হোইছে দি (ভূমিকম্প > ভুবিকম্প)

ছ স্থানে চ ঃ-

বাপবেটা বাজিয়া বসিচে । (বসিছে > বসিচে)

পুঁচা ভাল খেলিচে । (খেলছে > খেলচে > খেলিচে)

বাবটা দেখে খুব ভোরিয়ে গেইচে । (গেছে > গেইচে)

২) নিষেধার্থক বাক্যে ক্রিয়ার সহিত যুক্ত "না" স্থানে "নি" এর প্রয়োগ এদের উচ্চারণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হুগলী জেলার সপ্তগ্রামে এবং কোলকাতার প্রাচীন কথ্য ভাষায় এরূপ নঞর্থক ক্রিয়ার রূপ দেখা যায়।

তুই এ কাজটা পারবি নি।
অখুনই হামি যাব নি।
ও যদি জোরে বোললে হবি নি।
হামি এ খুকুনা রাখাতে পুরব নি।
পাওঁবা হামি খ্যাতে পারব নি।

৩) উত্তম পুরুষের একবচনে কর্তা "আমি" স্থলে "হামি" এর প্রয়োগ। অর্থাৎ "অ" স্থানে "হ" এর উচ্চারণ :-

হামি তোর সঙ্গে যাব নি।
হামি রাজের দেখতে যাচি।
হামি তো তোর কেটির দেখি নি।

৪) ন স্থানে ল এর উচ্চারণ। যেমন,

ডাক্তারের ডাকি লিতে যায়।
চোরে চোর কোরে ধানটি ক্যাটে লেইচে।
চিঠি কোড়িয়াম লিতে যান তো।

৫) সর্বনাম পদে অনুনাসিকের প্রয়োগ। যেমন,

ওঁই ভোদ্রোলোক খুব পণ্ডিত
ওঁই ভোদ্রোলোক কিন্তু খুব কাজকুন।
এঁরাই গজালকা আনিচে।
সাবকোরে এঁরাই খুন্তে খাঁবে বুঝি
চট কোরে হাঁমি ওখানটা যাতে পারব নি।

৬) ভোলানগর, খাড়াইভাঙা, হালিচৌলা, মাণিকচক ধরমপুর, মাজিরপুর প্রভৃতি এলাকায় মৈথিল সম্প্রদায়ের কথ্যভাষার উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য এবার দেখান হবে। যেমন,

১) শব্দ মধ্যে কিম্বা শব্দ শেষে হ বর্ণের উচ্চারণ ঃ-

বুড়ো চাষবাহ্ লোক।

বচ্চা তো তোহোরি যখন জলদি জলদি যাইছি।

গরিব দুখীকে ধন দেখিন.

২) শব্দমধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব ঃ-

বাঁধিলে দেখা বাড়াবেছে। (বাঁধ থেকে অঙ্কুর হয়)

লোক বচ্চে কি বলেছে।

ও খাপ্পুর হাতেলে ধন বিলাইবেছে।

৩) ধ শব্দান্তে খা ঃ-

লোকটাক কাঁধা শুনিকে মনে হইলে ও একটা পাগলছিলে।

ও বড়া লাড়িয়াল (ও বড় লাড়িবোর)

৪) "থেক্য", "হইতে", "থেকে" প্রভৃতি অর্থ বোঝাতে মৈথিল সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে "সে" -এর ব্যবহার প্রায় দেখা যায়। এদের কথ্যভাষার উচ্চারণে এটা একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন,

লোকটা ভোরাতে কামাইলেন খুঁটা

গাছেসে ফল খিয়েছে।

ছাতেসে ঘুড়ি উড়াইতেছে।

আঁখিসে টপটপ কাঁদিকে লোর গিরেছে। (লোর = জল)

৫) বাংলা কথ্যভাষায় যেখানে অনেক সময় 'এ'-র উচ্চারণ অনেকটা 'অ্যার' মত হয়ে থাকে সেখানে মৈথিলদের কথ্যভাষার উচ্চারণে 'এ'-র উচ্চারণ স্বাভাবিক এবং যথাযথ। যেমন,

দেহ। ও একটা পাগলি ছিলু। (হুঁ। ও এ্যাকটা পাগল)

একদিনের দো (এ্যাকদিনই যা)

এতে জলদি জলদি (জোর্তি জোর্তি) চালি যাইছেন কাহে ?

দেখ্ খেতে বড় ঘা ফেলেছে।

ভাত দেখেই ভালোর নাই কিন খাতের ঠাকুর

ঘরেতে পাহাড় দেখেন পারিনে ।

৬) ক্রিয়াপদে অনেক সময় মৈথিলী কথ্যভাষায় একটা বাড়তি "ল" ধ্বনির আগম হতে থাকে । যেমন ,

বাপ - বেটাতে ঝগড়া লাগলেছে ।

ওকার বলিছেনে সব ইহার কথা শুনলেছি ।

যোগল, ওকরা খাইল যোগালু ও মুড়িকে চাঁদি খাইলে ।

সব খাইল খাই পারেছি ।

৭) ক্রিয়াপদে অনেক সময় "ই" ধ্বনির আগম হয় ফলে চলতি কথ্যভাষার ক্রিয়াপদের সঙ্গে মৈথিল সম্প্রদায়ের কথ্যভাষার ক্রিয়াপদে পার্থক্য দেখা যায় । যেমন,

বহুত তো জলদি জলদি খাইছি ।

তিতলের তেল হইছে ।

ও মুড়িকে ছাঁদি খাইলে ।

৮) এদের উচ্চারণে সানুনাসিক ব্যঞ্জনের ব্যবহার লক্ষ করা যায় ।

হুঁ তো লেখাপড়া জানা ছেলো ।

ফিস ফিস হুঁইয়া কাম করলে ।

এই বাঁশ্তা, কাঁথা খাইবেন ?

সাঁপোতে জড়াইবেছে ।

প্রাচীন বাংলাতেও এ ধরনের রূপ লক্ষ করা যায় ।

বোখারি কহিবোঁ রাধা বড়ের দু খায় (মধ্যবাংলা)

৯) সুরাপুর ,কালিয়াচক, খাজিনগর ,মোহিনগাছি, চিকিশাপাড়া ,মধুপুর প্রভৃতি এলাকায় যে মুসলমান সম্প্রদায়ের বসতি আছে এবার তাদের উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হবে ।

১) শব্দএবং পদের উচ্চারণে "ই" ধ্বনির আগম :-

উড়ুনি লাইল দিস তো দে ।

একটা বোঝ তুঁইতে দে না দে ।